প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধনের দৃষ্টিতে ধ্বনি ও ধ্বনি বিরোধীমত : একটি সমীক্ষা

কল্যাণ ব্যানার্জী

Abstract

*Anandavardhana Points out in his **Dhavanyaloka** that there are three (mainly three) opponent theories against **Dhvani** or **Byanjana**. According to these three opponent theories **Dhvani** has not any special role in **kavya** (poetry). They have tried to reduce **Dhavani** or **Byanjana** into **Guna** or **Alankara**. But Anandvardhana does not agree with them. He claims that **Dhvani** is the soul of **kavya**, it exceeds all limits of decorum. According to him **Dhvani** enhances the asthetic pleasure of **kavya**. In the article entitled "**Acharya Anandavardaner Drishtite Dhvani o Dhvani Birodhi mot: Ekti Samiksha**", I have discussed elaborately the nature of **Dhvani** and have tried to show how Anandavardhana established the necessity of **Dhani**. Maintaining the three opponent theories of **Dhvani** I have tried to show Anandavardhans position against those theories, and have critically analyzed the matter in detail.*

ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই যে কাব্যের আত্মা সে কথা আনন্দবর্ধনের পূর্বে অনেক আলংকারিকই মেনেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বহু বিশিষ্ট পন্ডিত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পরম্পরা ক্রমে আলোচনা করে আসছেন। তবে একথা ঠিক যে আনন্দবর্ধন প্রথম ধ্বন্যালোক গ্রন্থটির মাধ্যমে ধ্বনিতত্ত্বের এক নতুন দিক উন্মোচন করেন। অভিনব গুপ্ত তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীরূপে ধ্বন্যালোক গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে ব্যঙ্গ অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থ (রস বা ধ্বনি) বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে কীভাবে কাব্যে প্রাণ সঞ্চার করে লোচনটীকার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু ভাবে তা নির্দেশ করেছেন। অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক গ্রন্থ রচনার মূল লক্ষ্য। ধ্বনিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার মর্যাদা বিষয়ে যেসব আপত্তি বা বিবাদের উদ্ভব হয়েছিল সেবিষয়ে আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে জয়রথ রুষ্যকের অলংকারসর্বস্ব গ্রন্থের টীকায় বারো রকমের ধ্বনি বিরোধী মতের মতের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বারোটি ধ্বনি বিরোধীমত হল ১) তাৎপর্য, ২) অভিধা, ৩) জহৎস্বার্থা লক্ষণা, ৪) অজহৎস্বার্থা লক্ষণা, ৫-৬) দুই প্রকারের অনুমতি, ৭) অর্থাপত্তি, ৮) তন্ত্র, ৯) সমাসোক্তি, ১০) লোল্লটাদির রসকার্যতা, ১১) ভোগ এবং ১২) অনির্বচনীয়তা।[১] আনন্দবর্ধন অবশ্য এই বারোরকমের ধ্বনি বিরোধীমতের উল্লেখ করেননি। তিনি প্রধানত তিন প্রকারের বিরোধীমত আশংকা করে ঐ তিন প্রকার বিরোধীমত খন্ডন পূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আনন্দবর্ধক কর্তৃক ধ্বন্যালোক গ্রন্থে ধ্বনিবিরোধীদের মত খন্ডন ও শব্দার্থ নির্ধারণে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রয়োজনিয়তা প্রতিপাদনই হল এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের লক্ষ্য।

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথম উদ্যোতের একেবারে শুরুতেই ধ্বনি বিরোধী তিনটি প্রতিপক্ষের কথা বলেছেন।[২] এই প্রতিপক্ষ গুলি প্রধানতঃ তিনটি হলেও প্রথম প্রতিপক্ষকে তিন ভাবে ভাগ করে তিনি মোট পাঁচটি প্রতিপক্ষকে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম প্রতিপক্ষ হিসেবে তিনি অভাববাদীদের, দেইতীয় প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাক্ত বা লক্ষণাবাদীদের এবং উক্ত তৃতীয় প্রতিপক্ষ হিসেবে অনিবর্চনীয়তাবাদীদের মত বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনটি প্রতিপক্ষই ধ্বনি বা ব্যাঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান অর্থের কাব্যে বিশেষ ভূমিকা নেই বলে মনে করেছেন। আমরা এখন ক্রমান্বয়ে এই তিনটি মত উপস্থাপন করব।

ধ্বনি-বিরোধী অভাববাদ : অভাববাদীদের বক্তব্য হল শব্দ সংকেতের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করে। কাব্যের গুণ, অলংকার প্রভৃতি সংকেতের অতিরিক্ত কাব্যশোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত কোন ধ্বনি বা ব্যঙ্গার্থ থাকতে পারে না। ধ্বনি কোন অপূর্ব সৃষ্টি নয়, ঐধ্বনি বা ব্যঙ্গ অর্থের কাব্যশোভাকর কোন না কোন ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভাব হয়। আনন্দবর্ধনের মতে যে সকল অভাববাদী ধ্বনি বা ব্যঙ্গ অর্থ স্বীকারের পক্ষপাতী নন তা%রা সকলেই যে ব্যঙ্গ অস্বীকারের পক্ষে একই যুক্তি দিয়েছেন তা নয়। একারণেই আনন্দবর্ধন অভাববাদীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের মত খন্ডন করেছেন।[৩]

অভাববাদীদের প্রথম পক্ষটি ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বিরুদ্ধে বলেছেন কাব্যের সৌন্দর্য বা শোভা বৃদ্ধির হেতুরূপে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বলে কোন অতিরিক্ত বৃত্তি স্বীকার অপ্রয়োজনীয়। কাব্যের শরীর শব্দ ও অর্থ দিয়ে তৈরি, শব্দের সৌন্দর্য্যের হেতু হল অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকার, আর অর্থের সৌন্দর্য্যের হেতু হল উপমা প্রভৃতি অলংকার, কাব্য শব্দার্থময়, অনুপ্রাসটি হল শব্দালংকার, উপমাদি হল অর্থালংকার এবং মাধূর্য্যাদি হল গুণ। এখন ধ্বনি বা ব্যঙ্গ অর্থ যদি সৌন্দর্য্য বা চারুত্বের হেতু হয় তাহলে তাকে গুণ বা অলংকারের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। যদি বলা হয় গুণ ও অলংকারের অতিরিক্ত কিছু বৃত্তি ও রীতি কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি বা শোভাবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল সেই পৃথক বৃত্তি। তার উত্তরে বলা যায় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বৃত্তি গুণ ও অলংকার অতিরিক্ত বৃত্তি নয়। লোচনটীকায় অভিনবগুপ্ত এই সকল অভাববাদীদের মত উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন ভামহ, গুণ ও অলংকারের মাধ্যমেই সকল প্রকার কাব্যরসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর অতিরিক্ত কোন বৃত্তির উল্লেখ করেননি। তবে রুদ্রট প্রমুখ আলংকারিকগণ মধুরা, প্রৌঢ়া, পুরুষা, ললিতা ও ভদ্রা এই বৃত্তিগুলিকে অতিরিক্ত বৃত্তি বলে মেনেছেন। তবে উদ্ভটের মতে এগুলি অনুপ্রাসের অতিরিক্ত কোন অর্থ বোঝায় না। বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি ও নতুন কিছু নয়, এগুলিও গুণ ও অলংকারের অতিরিক্ত কোন বৃত্তি নয়।[৪] উক্ত সব বৃত্তি, রীতি সমূহ সবই গুণ ও অলংকারের অন্তভূক্ত এবং কাব্যের শোভাবৃদ্ধিকারী বৃত্তিরূপে গুণ ও অলংকারের অতিরিক্ত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বলে পৃথক কোন বৃত্তি নেই, আর যা নেই তা কিভাবে কাব্যের আত্মা বা প্রাণ হবে?[৫]

অভাববাদীদের দ্বিতীয় পক্ষ বলেন কাব্যের ক্ষেত্রে ধ্বনি বলে কোন বৃত্তি আবশ্যিক নয়।[৬] আচার্য্য পরম্পরা ক্রমে অলংকার শাস্ত্রে কতগুলি প্রস্থান (রসপ্রস্থান, অলংকার প্রস্থান, গুণপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান প্রভৃতি) প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে গুণ, অলংকার প্রভৃতির দ্বারা সৌন্দর্য্যশালী হয়ে শব্দ ও অর্থের মিলনে বাক্য কাব্যের পরিণত হয়। ঐ সকল প্রস্থান ব্যতীত কাব্যে ধ্বনি বলে নতুন কোন প্রস্থান অপ্রয়োজনীয়।

অভাববাদীদের তৃতীয় পক্ষের মূল বক্তব্য হল ধ্বনি অভিনব সৃষ্টি নয়। কাব্যে অসংখ্য ও অনন্ত আলংকারিক বৈচিত্রের মধ্যে ধ্বনি একটি মাত্র, অন্যান্য গুণ বা অলংকারের অপেক্ষা ধ্বনির কোন অধিক আকর্ষণ নেই। তাই 'ধ্বনি' নামে কোন অপূর্ব বৃত্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই, কারণ ধ্বনি কমনীয়তা বা সৌন্দর্য্যের হেতুগুলিকে অতিক্রম করতে পারে না, তাই সৌন্দর্য্য বোধের হেতুরূপে যে সব অলংকারের কথা বলা হয় ধ্বনি তার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকার করতে হবে। একথা ঠিক যে ধ্বনি বা ব্যঙ্গার্থ কাব্যের সৌন্দর্য্যের হেতুগুলির অন্যতম কিন্তু তার মধ্যে কিছু অভিনবত্ব থাকে না। কাব্যে বৈচিত্র্যের সংখ্যা অসংখ্য ও অনন্ত। কাব্যে এমন বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব যা অলংকার, গুণ বা মাধূর্য্যাদির মধ্যে পড়ে না। কাব্যে বাক্য-ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'বাক'-শব্দের দ্বারা শব্দ, অর্থ, ও অভিধেয় ব্যাপার এই তিনটিই বোঝায় এবং এই তিনটিরই বৈচিত্র্য অনন্ত হতে পারে। ধ্বনি হচ্ছে সেই বাক্ বিকল্পের মধ্যে একটি মাত্র, এর বেশি কিছু নয়।[৭]

ধ্বনি-বিরোধী ভাক্ত বা লক্ষণাবাদ : ধ্বনি বা ব্যঙ্গার্থের বিরুদ্ধবাদী ভাক্ত বা লক্ষণাবাদীগণ বলেন, বাচ্য অর্থ থেকে অতিরিক্ত কোন ব্যঙ্গ অর্থ থাকলেও সেই ব্যঙ্গ অর্থ শব্দের বাচ্য অর্থ ভা অভিধা শক্তির দ্বারা

আক্ষিপ্ত হয় এবং সে কারণে ঐ ব্যঙ্গ অর্থকে পৃথক কোন অপূর্ব সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঐ ব্যঙ্গার্থ আসলে লাক্ষণিক অর্থেই গৃহীত হয়। লক্ষণাবাদীগণ শব্দের অভিধা শক্তি বা বাচ্যার্থ ছাড়াও লক্ষণাবৃত্তি স্বীকারের পক্ষপাতী। তাঁরা ধ্বনিকে শব্দের গুণবৃত্তিরূপে মনে করেন। এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ অর্থ আসলে সামীপ্য প্রভৃতি ধর্ম বা গুণ। কাব্যে ধ্বনি নামক গুণবৃত্তির স্বরূপ তা তারা প্রকাশ করেননি। লক্ষণা যেমন অমুখ্য অভিধাবৃত্তি, গুণও তেমনি অমুখ্য অভিধা বৃত্তি। তাঁদের মতে ধ্বনি অমুখ্য বা গৌণ, ধ্বনির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। ধ্বনি মুখ্য বৃত্তি নয়।[৮]

ধ্বনি-বিরোধী অনির্বচনীয়তাবাদ : আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের পক্ষ হিসেবে যে তৃতীয় পক্ষটির কথা বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য হল ধ্বনিতত্ত্ব অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয়তাবাদীগণের মতে শব্দের বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গ অর্থ বলে যদি কোন অর্থ থেকেও থাকে তা আসলে সহৃদয়সংবেদ্য ব্যাপার, তার সঙ্গে বাগব্যবহারের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। আসলে ঐ ব্যঙ্গ অর্থকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তা অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয়তাবাদীগণ বলেন ধ্বনিতত্ত্ব বাক্যের অতীত, বাক্যের অগোচর। সহৃদয় ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র তাদের হৃদয়বত্তার মাধ্যমে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা অনুভব করেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না, আসলে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা অনুভবসিদ্ধ, বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয়।[৯]

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা-বিরোধী যে সকল মত উপস্থাপন করেছেন সেগুলির মধ্যে কোনটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র গুণ বা অলংকারের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়েছে, কোনটিতে আবার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে বৃত্তি রূপে স্বীকৃতি দিয়েও প্রৌড়া, ললিতা, বৈদর্ভী ইত্যাদি বৃত্তি যেমন অনুপ্রাসের অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রকাশ করেনা, তেমনি ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা গুণ বা অলংকারের অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রকাশ করে না বলে মত ব্যক্ত করা হয়েছে, আবার কোনটিতে বলা হয়েছে ধ্বনি কোন অপূর্ব সৃষ্টি নয় অনন্ত বাক-বৈচিত্র্যের একটি মাত্র, তাছাড়া কাব্যে ধ্বনির কোন আবশ্যিকতাও নেই। আবার কোনটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে বাক্যের অতীত বা অগোচর বলা হয়েছে, তাঁদের মতে ধ্বনির স্বরূপই প্রকাশ করা যায় না তাই ধ্বনি অনির্বচনীয়। যাই হোক প্রতিটি পক্ষেই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা যে কাব্যে অপরিহার্য নয় তা ব্যক্ত হয়েছে।

আনন্দবর্ধনের অবস্থান : আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে উক্ত আপত্তিগুলি নিরাস করার উদ্দেশ্যে বলেছেন সকল সহৃদয়বিশিষ্ট কবির কাব্যের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব ও অতি রমণীয় বিষয় হল এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা, এই ধ্বনি কাব্যের জীবন স্বরূপ। তিনি এও বলেছেন অনেক সূক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন আলংকারিক সূক্ষ বুদ্ধির দ্বারা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার স্বরূপ প্রকাশ করতে অসমর্থ থেকেছেন। অতচ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের সহৃদয় কাব্যিকগণ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার ব্যবহার করেছেন। এবং ঐ সকল কাব্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার ব্যবহার সহৃদয় ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করে থাকেন। ধ্বনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক এরকম অভিপ্রায়েই আনন্দবর্ধন ধ্বনির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন এভাবে ---

"যোহর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মোতি ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্য-প্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ।।"[১০]

অর্থাৎ, সহৃদয়গণের প্রশংসার যোগ্য বা আদরণীয় যে অর্থ কাব্যের আত্মারূপে ব্যবস্থাপিত বা প্রসিদ্ধ তাই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে অন্যান্য গুণ বা অলংকারের থেকে আলাদা করার জন্য আবার বলেছেন,[১১] "কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ শরীরস্যেবাত্মা.....ভেদৌ।" অর্থাৎ লালিত্য ও ঔচিত্যের সন্নিবেশ হেতু চারুত্ব প্রাপ্ত বা সৌন্দর্য প্রাপ্ত কাব্যের শরীরের আত্মার ন্যায় সারভূত অর্থরূপে অবস্থিত ও সহৃদয়বান কর্তৃক আদরণীয় ও প্রশংসনীয় যে অর্থ তাই হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। কাব্যাত্মারূপে যে অর্থের কথা আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলেছেন তাঁর দুটি ভেদ হল এক বাচ্য এবং দুই প্রতীয়মান।[১২] তাঁর মতে কাব্যাত্মরূপে যে প্রতীয়মান অর্থ তাই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা, কিন্তু বাচ্য অর্থ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নয়।

আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে যে মূল তত্ত্বটি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা হল ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থই হল কাব্যের প্রাণ বা আত্মা, প্রতীয়মান অর্থেই কাব্যের সার্থকতা। গুণ-রীতি সহ অন্যান্য অলংকার সবই রসধ্বনিতে পর্যবসিত হয়।[১৩] এজন্যই রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে।

এই গুণ-রীতি প্রভৃতি অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গ। কাব্যের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এগুলির কোন ভূমিকা নেই তা নয়, তবে কাব্যের মূল্যায়ন ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মুখ্য স্থানটি প্রতীয়মান অর্থের। আনন্দবর্ধন এই প্রতীয়মান অর্থটিকে বোঝানোর জন্য 'ধ্বনি' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এই 'ধ্বনি' শব্দটিই 'ব্যঞ্জনা' শব্দের দ্যোতক। এই ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ কখনো বস্তুর আকারে আকারিত হয়, কখনো অলংকারের আকারে ভূষিত হয়, আবার কখনো রসের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও রস ধ্বনিই মুখ্য প্রতীয়মান অর্থ। এই রসধ্বনিই কাব্যের পাঠককে এক লোকত্তর আহ্লাদাত্মক মানসিক পরিতৃপ্তি প্রদান করে। কাব্যের 'রস' পাঠক বা দর্শককে তাঁর অহংবোধ বা আমিত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়ে এক পারমার্থিক সত্তায় উন্নিত করে। এইভাবে পাঠক বা দর্শক এক বিশেষ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্যে এক বিশেষ আহ্লাদ বা আনন্দ লাভ করেন। এই আহ্লাদ বা আনন্দের প্রকাশই হল রস বা প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনা।

কাব্যে কেবল সেই শব্দ ও সেই অর্থই বিন্যস্ত হয় যে শব্দ ও যে অর্থ প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যঞ্জক হতে সমর্থ। কাব্যে যখন শব্দ ও অর্থ অখন্ডরূপে প্রকাশিত হয় তখন তা অবশ্যই প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যঞ্জক। কাব্যে 'ধ্বনি' শব্দটি যেমন ব্যঞ্জনাবৃত্তি এবং প্রতীয়মান অর্থকে বোঝায় ঠিক তেমনি অভিব্যঞ্জক শব্দ ও ব্যাচ্যার্থকেও বোঝায়, শব্দ যেমন সাধারণ, অর্থও তেমনি সাধারণ। উচ্চারণ ভেদে শব্দ বিভিন্ন হলেও অর্থ হয়ত অভিন্ন থেকে যায়, আবার কখনো বোদ্ধা, শ্রোতা ভেদে অর্থ বিভিন্ন হলেও ঐ বিভিন্ন অর্থ হয়ত একই শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। এমতবস্থায় শব্দ, অর্থ, শব্দার্থসম্বন্ধ একটি বিশেষ জটিল আকার ধারণ করে। যদিও এই জটিল শব্দার্থতত্ত্ব নিয়েই ব্যাকরণ শাস্ত্রের আবির্ভাব ও বিকাশ অব্যাহত। ব্যাকরণ প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকে শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্য অর্থ নিরূপণে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যকরণের কাজ হল শব্দ ও অর্থের স্বরূপ নির্ধারণ ও শব্দ ও অর্থের স্বরূপ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও সম্যক জ্ঞান নির্ণয়। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সুস্পষ্ট ও সম্যক্ জ্ঞান থাকলেই যে শব্দের প্রতীয়মান অর্থ অনুধাবন করা যায় তা নয়, প্রতীয়মান অর্থ অনুধাবনের জন্য ব্যাকরণ অপ্রয়োজনীয় নয়, তবে প্রতীয়মান অর্থ বোঝার জন্য প্রয়োজন বিশেষ একটি অতিরিক্ত ভাব বা সহৃদয়তা। বাচ্যার্থের দ্বারা কেবল অর্থের বোধ জন্মায়, কোন রসবোধ জন্মায় না প্রতীয়মান অর্থ কিন্তু বিশেষ এক রসের মাধ্যমে সৌন্দর্য্য ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আনন্দজনিত এক উপলব্ধি উন্মোচিত করে। শব্দের অভিধাশক্তি বাচ্যার্থের প্রকাশ ঘটিয়েই তার কাজ শেষ করে, লক্ষণাও মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অমুখ্য অর্থকে বুঝিয়েই নিরস্ত হয়, তাৎপর্য বৃত্তিও শব্দার্থের অন্বয় বা সংসর্গকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত হয়। শক্তি, লক্ষণা ও তাৎপর্য এই সকল বৃত্তিগুলি চলে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হয়ে এক একটি বিশেষ অর্থকে অবলম্বন করে। প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনা বৃত্তি কিন্তু এরূপ নিয়ম-নীতির অধীন নয়। ব্যঞ্জনা যুক্তি তর্কের খুব একটা ধার ধারে না বলেই আলংকারিকগণ মনে করেন। একটি শব্দের বাচ্যার্থ ব্যঞ্জনার হাত ধরে কখন যে এক বিচিত্র অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয় তা সহৃদয় পাঠকও টের পান না। পাঠক বা দর্শক ব্যঞ্জনা বৃত্তির মাধ্যমে কাব্যে এক লোকত্তর আহ্লাদের আস্বাদ লাভ করেন। ব্যঞ্জনা বৃত্তি ব্যতীত প্রতীয়মান অর্থের লোকত্তর আহ্লাদের আস্বাদ গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই ব্যঞ্জনা বৃত্তি প্রাধান্য ও মর্যাদা কোন দিক দিয়েই অন্যান্য বৃত্তিগুলির অপেক্ষা ক্ষীণ নয়, বরং অধিক বলবত্তর বলেই প্রতিষ্ঠা পায়।

তথ্যসূত্র :

১। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা-৩৩, (ভূমিকাংশ)।
২। ধ্বন্যালোক, ১ম উদ্যোত, আনন্দবর্ধন, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৩।
৩। "তদভাববাদিনাং চামী বিকল্পাঃ সম্ভবন্তি।" ধ্বন্যালোক, ১ম উদ্যোত, কারিকা ৪ আনন্দবর্ধন, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৬।
৪। "ভামহাদিভির্নকৃতঃ। উদ্ভটাদিভিঃ প্রযুক্তেহপি তস্মিন্নার্থ কশ্চদধিকো হৃদয়পথমবর্তীর্ণ ইত্যাভিপ্রায়েণাহ গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি। রীতয়শ্চেতি। "তদনতিরিক্তবৃত্তয়োহপি গতা শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধঃ"। লোচনটীকা, অভিনব গুপ্ত, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-১১-১২ (১ম উদ্যোত)।
৫। "...ধ্বনিশব্দবাচ্যো ন কশ্চিদতিরিক্তোহর্থ লভ্যতে ইতি নামশব্দেনাহ।" লোচনটীকা, অভিনব গুপ্ত, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-১১ (১ম উদ্যোত)।

৬। "অন্যে ব্রুয়ঃ – নাস্ত্যের ধ্বনিঃ। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, ১ম উদ্দ্যোত, কারিকা ৫, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-১৩।

৭। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, ১ম উদ্যোত, কারিকা ৬, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-২৬।

৮। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, ১ম উদ্যোত, কারিকা ৭, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-২০।

৯। ঐ, কারিকা ৮, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-২৪।

১০। ঐ, কারিকা ১০, পৃষ্ঠা-৩০।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০।

১২। "বাচ্য-প্রতীয়মানখৌ তস্য ভেদাবুভৌ---" ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, ১ম উদ্যোত, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৩০-৩১।

১৩। ".....বস্তুমাত্রমলংকারারসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিন্নদর্শয়িষ্যতে।" ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, ১ম উদ্যোত, কারিকা ১৩, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৩৬।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। কর, গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।

২। গোস্বামী, বিজয়া : "রূপক অলংকারে শব্দার্থবিচার", শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতি ভট্টাচার্য চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, এলাইড পাবলিশার্স।

৩। দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, চিরায়ত প্রকাশন, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

৪। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮।

৫। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৯।

৬। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৮।

৭। মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার : "চোখের বাহিরে" দর্শন ও দার্শনিক, কলকাতা, ১৯৯৪।
: "ভাষাদর্শনের কয়েকটি দিক", দর্শন বভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

৮। মিশ্র, প্রভাত : "তাৎপর্যের কথা", শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতি ভট্টাচার্য চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।

৯। সাহিত্যদর্পণ, আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২য় সংস্করণ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

১০। Dhvanyaloka, Anandavardhana (Uddyota I): Edited by Bishnupada Bhattacharjya, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1981.

সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, রাধানগর, হুগলী।